

TUESDAY TALK_ February, 2023

Historical Disaster vs Mathematical error

Presented by Dr. Trisha Maitra, Assistant Professor of Mathematics,

Prasanta Chandra Mahalanobis Mahavidyalaya

Abstract

Mathematics is known as the mother of science. Whether we want to make any train, submarine, warship or to send a rocket to space mathematics is needed everywhere. There exist some simple mathematical errors in History which result in huge loss of money. Some simple but costly mathematical errors are discussed here which could be avoided at the cost of a little bit more seriousness from the makers' side. For example, the Gulf War Scud Missile Attack (25th February, 1991) resulted from an error in the software powering the clock of the system. Spain's S-80 Submarine Program incurred a huge financial loss as a decimal point was put in the wrong spot during calculations. Vasa, a heavily armed, and large Sweden warship was launched on 10th August 1628 and sank less than a mile from shore. This accident was due to the difference between units of measurement (Amsterdam foot and Swedish foot) used by different groups of builders. The Mars Climate Orbiter Crash (1999) was due to a simple conversion error. In 2014, the State railway operator of France ordered 1,860 of high-speed trains from Alstom of France and Bombardier of Canada. Later they discovered that the width of the trains should be reduced for 1,300 stations as 1,300 older stations whose spaces around the tracks were narrower were skipped during calculations. Thus, France's Oversized Train Problem cost a loss of millions of euros. In December 2013, The Amsterdam City Council's €188 Million Housing Benefits Error occurred as the payment software was programmed in cents and not in euros. People received €15,500 instead of €155 and, in one case, €34,000 instead of €340



Welcome address by Principal Sir



Moderator, Dr. Sukanta Das



Speaker, Dr. Trisha Maitra

ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক অভিমুখ:-

আলোচক- মহিউদ্দিন মগল (বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়)

সংক্ষিপ্তসার

ভারতীয় সংবিধানের কোথাও রাজনীতি বা দলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু ধারণা না থাকলেও, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা সংবিধানের উর্ধ্ব নয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই রাজনীতির প্রসারতার ব্যাপ্তি আজও প্রহমান। তবে তৎকালীন রাজনীতির পেক্ষাপট ও বর্তমান পেক্ষাপট এক

নয়। যুগের সাথে সাথে রাজনীতিও তার পরিসর পাল্টেছে। রাজনৈতিক দাবির সাথে তা অনেকাংশে সম্পৃক্ত। 1967 সাল পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতির পেক্ষাপট আর বর্তমান সময় রাজনৈতিক অভিমুখ সম্পূর্ণ পৃথক। 1967 সাল পর্যন্ত “কংগ্রেস সিস্টেম” এর আধিপত্য একচ্ছত্র ছিল। পরবর্তী কালে কংগ্রেস অনেক দিন ক্ষমতায় থাকলেও সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে দলীয় আধিপত্য বিস্তারের তেমন কোনও অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। 1990 এর দশক থেকে ভারতীয় রাজনীতির পেক্ষাপট সাংবিধানিক বেশ কিছু তথ্যকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে। দেখা দেয় 3M তথা মগল, মন্দির এবং মার্কেটের রাজনীতি। অর্থাৎ ভারতীয় রাজনীতির ঐতিহ্যের পরিপন্থী। সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর নানান চ্যালেঞ্জ আসতে থাকে। বর্তমান সময়ে ভারতের রাজনৈতিক ধারা সম্পূর্ণ অন্য আঙ্গিকে। ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় সেপারেশন অফ পাওয়ার আমেরিকার মতো পুরোপুরি স্বীকৃতি না পেলেও, এক ধরনের সেপারেশন কিন্তু তিনটি বিভাগের (শাসন, আইন ও বিচার) মধ্যে ছিল। যা বিশ্লেষিত হতো মূল্যবোধের সমারোহে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যেনো সেই পর্যায়ের অবক্ষয় ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। বলা বাহুল্য বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্নও ওঠে। প্রশাসনের স্থায়ী ব্রাঞ্চ হিসাবে আমলারা রাজনৈতিক শাখার আহ্বায়ক এর মতো কোথাও ভূমিকা নিতে তৎপর। ফলে রাজনীতির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা দুরূহ। সাথে সাথে অবলুপ্তি ঘটছে মূল্যবোধের। গ্লোবলাইজেশন এর ব্যাপ্তির বিশ্বে রাজনৈতিক মতাদর্শ ও বিচক্ষণতা কৃত্রিম পসরা তে রূপান্তরিত হচ্ছে। আমলাতন্ত্রের মধ্যে চরম রাজনৈতিক তাগিদ গণতন্ত্রের সম্ভ্রম রক্ষার্থে ব্যর্থ।

বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির পেক্ষাপট সাংবিধানিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান। রাজনৈতিক দাবী গুলিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক সময় সাংবিধানিক সংকটের কথা মাথায় না রেখেই জনমত গঠনের তৎপরতা অব্যাহত। ফলে রাজনীতির স্বীকার যে সংবিধান, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যার ফলে সাংবিধানিক সংকট প্রবল হচ্ছে। যোগেন্দ্র যাদবের মতো বর্তমান সময়ের চিন্তাবিদ গণ এই উদ্ভাবনী অস্থিরতাকে প্রজাতন্ত্রের second Republic হিসেবে আলোচনা করছেন। কারণ বর্তমান চলমান রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যক্তিগত তৎকালীন সময়ে সংবিধান প্রণয়নের সময়ে প্রায় না থাকার কারণে, সংবিধান হিন্দুত্ববাদী রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি। হয়তো সেই খেদ বা ইচ্ছা বর্তমান রাজনৈতিক পেক্ষাপটে প্রতিফলিত হচ্ছে। যার কারণে- অকারণে বার বার সংবিধানের সার্বভৌমত্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। অন্য দিকে মাইনরিটি ও মেজরিটি তত্ত্ব গণতন্ত্রের সম্ভ্রম রক্ষা করতে অপারক। ব্যাপক বেকার যুবক যুবতী দের বেকারত্ব

ভারতীয় রাজনীতির আস্থা বিলুপ্তি করার অন্যতম মাধ্যম। যাইহোক সাম্প্রতিক ভারতীয় রাজনীতির অভিমুখ কেবমাত্র দলীয় রাজনীতিকে ঘিরে আবর্তিত- এমনটা নয়। সংবিধানও এই চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে।

